দ্বিতীয় অধ্যায়

লোকসংস্কৃতি ঃ সংজ্ঞা, স্বরূপ, বিষয় ও উপাদানগত দিক

দ্বিতীয় অধ্যায়

লোকসংস্কৃতি ঃ সংজ্ঞা, স্বরূপ, বিষয় ও উপাদানগত দিক

লোকসংস্কৃতি হচ্ছে লোকমানসের প্রতিবিম্ব। লোকায়ত সমাজের রীতি-নীতি, সংস্কার-বিশ্বাস তথা জীবনাচরণের সমস্ত কিছুই লোকসংস্কৃতির অঙ্গীভূত। লোকসংস্কৃতি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Folklore। ইংরেজি Folklore শব্দটির পরিভাষা বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তার একটি তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করা যেতে পারে[১] —

ক. পশ্চিমবঙ্গ ঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	লোককৃষ্টি
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	—	লোকযান
আশুতোষ ভট্টাচার্য	—	লোকশ্রুতি
নির্মলেন্দু ভৌমিক	—	লোকচারণা
সুকুমার সেন	—	লোকচর্যা
অরুণ রায়	—	লোকায়ন
তুষার চট্টোপাধ্যায়	—	লোককৃতি
শঙ্কর সেনগুপ্ত	—	লোকবৃত্ত

খ. বাংলাদেশ ঃ

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	—	লোকবিজ্ঞান
মুহম্মদ এনামুল হক	—	লোকবিদ্যা
মযহারুল ইসলাম	—	লোকলোর
আশ্‌রাফ সিদ্দিকী	—	লোকসংস্কৃতি
ওয়াকিল আহমদ	—	লোককলা
আব্দুল আজিজ	—	লোকঐতিহ্য

গ. অসম ঃ

প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী	—	জনসাহিত্য
নবীন শর্মা	—	লোকবিদ্যা
বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া	—	লোকসংস্কৃতি

তবে লোকসংস্কৃতিবিদেরা Folklore -এর পরিভাষা নির্ণয়ে চেষ্টা করলেও 'লোকসংস্কৃতি' শব্দটির জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি বলে মনে করি।

লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তী চরিত্র ও গঠন প্রকৃতি অনুসারে লোকসংস্কৃতি বা Folklore -কে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন[২] —

ক. বস্তু-নির্ভর লোকসংস্কৃতি ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ, কুটির-শিল্প, লোক-ভাস্কর্য, দেওয়াল চিত্র ইত্যাদি।

খ. অ-বস্তুনির্ভর লোকসংস্কৃতি ঃ লোকসাহিত্য।

তিনি লোকসাহিত্যের মধ্যে প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা, কথা, গান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ফোকলোর (Folklore) প্রতিশব্দের মধ্যে যে বিষয়গুলি চিহ্নিত করা হয়েছে তা নিম্নে ছকের সাহায্যে উল্লেখ করা যেতে পারে[৩] —

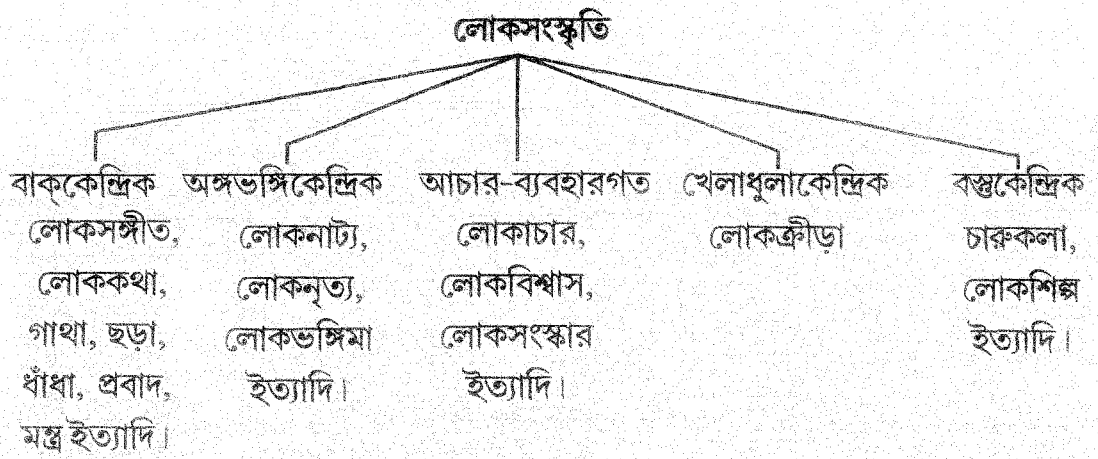

প্রথমে বিভিন্ন পণ্ডিতেরা লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা উল্লেখ করা হল —

লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন, "লোকজীবনকে কেন্দ্র করে লোকসংস্কৃতির বিকাশ।"[৪]

লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ পবিত্র সরকার বলেছেন, "লোকসংস্কৃতি বলতে আমরা মূলত বুঝেছি অনাগরিক সংস্কৃতিকে। সামন্ততান্ত্রিক বা আদি সাম্যবাদী কৌম সমাজে তার জন্ম।"[৫]

লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ পল্লব সেনগুপ্ত যে অভিমত দিয়েছেন তা হল — "কোনও একটি জাতি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব আচার ও সংস্কার, দেবকল্পনা ও ধর্ম-বিশ্বাস, রীতি ও নীতিবোধ, খাদ্য ও পরিচ্ছেদের বিশিষ্টতা, শিল্প ও সাহিত্য, সঙ্গীত ও নৃত্যকলা ইত্যাদি অর্থাৎ জীবনধারার সর্ববিধ প্রকাশ যাতে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে, সাধারণভাবে তাকেই 'লোকায়ত সংস্কৃতি'

বলে গ্রহণ করতে পারি।"[৬]

লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ তুষার চট্টোপাধ্যায় যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল —"আর্থ-সামাজিক জীবন প্রবাহ ও সমাজ সংগঠনের পটভূমিকায় সংস্কৃতির যে বৈচিত্র্যময় বিকাশ তার বিশিষ্টরূপ লোকসংস্কৃতি।"[৭]

লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা হিসেবে লোকসংস্কৃতিবিদ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — "জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রকৃষ্টতম ফলশ্রুতি হচ্ছে লোকসংস্কৃতি।"[৮]

এবারে উদ্ধৃত লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞাগুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে —

লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমদ লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞায় লোকজীবনকেই লোকসংস্কৃতির বিকাশ বলে মেনেছেন। একথা ঠিক যে, লোকজীবন ছাড়া লোকসংস্কৃতির কথা ভাবাই যায় না। কারণ লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে লোকজীবন সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা দরকার।

লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ পবিত্র সরকার অনাগরিক সংস্কৃতিকেই বুঝিয়েছেন। একথা ঠিক যে লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কারণ অনাগরিক পরিবেশেই লোকসংস্কৃতির উদ্ভব।

লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা হিসেবে লোকসংস্কৃতিবিদ পল্লব সেনগুপ্ত কোন জাতি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব আচার ও সংস্কার, দেবকল্পনা ও ধর্মবিশ্বাস, রীতি ও নীতিবোধ, খাদ্য ও পরিচ্ছদের বিশিষ্টতা, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত ও নৃত্যকলাকে বুঝিয়েছেন। লোকসংস্কৃতিবিদ পল্লব সেনগুপ্তের এই লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সংজ্ঞার মধ্যে লোকসংস্কৃতির বিষয় ও উপাদানগত দিকের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

লোকসংস্কৃতিবিদ তুষার চট্টোপাধ্যায় লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞায় আর্থ-সামাজিক জীবন ও সমাজ সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একথা ঠিক যে, লোকসংস্কৃতির বিকাশ আর্থ-সামাজিক ও সমাজ সংগঠনের মধ্য দিয়ে বৈচিত্র্যময় রূপ লাভ করে।

লোকসংস্কৃতিবিদ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসংস্কৃতির সংজ্ঞা হিসাবে জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রকৃষ্টতম ফলশ্রুতির কথা বলেছেন। এই মতকে সমর্থন করে বলা যায় যে, লোকসংস্কৃতির মধ্যে জীবনযাত্রা প্রণালীর কথা থাকবে।

লোকসংস্কৃতির বিষয়বস্তুর নিরিখে উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় লোকসমাজকে কেন্দ্র করে বস্তু-নির্ভর ও অ-বস্তুনির্ভর লোকসংস্কৃতি বা শিল্পরূপায়বগত লোকসংস্কৃতির অভিব্যক্তি ঘটে। লোকসমাজের জীবনাচার ও মানসপ্রক্রিয়া লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ভাগে উপাদান-উপকরণের

সঙ্গে পরস্পরভাবে যুক্ত। ভৌগোলিক পটভূমি, জনবিন্যাস, লোকসমাজের জীবনসংগ্রাম ও লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান-উপকরণ প্রভৃতি নানা দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত ও বিকশিত হয়ে থাকে। লোকসংস্কৃতির এই বিভিন্ন প্রকার উপাদান-উপকরণের মধ্য দিয়ে শিল্পরস ও সৌন্দর্যরসের প্রকাশ ঘটে থাকে। লোকসংস্কৃতিবিদেরা লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান-উপকরণের মাধ্যমে লোকসমাজ ও লোকসংস্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে থাকেন।

অ-বস্তুনির্ভর লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধ শাখা লোকসাহিত্য সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল —

লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তী লোকসাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন — "লোকসাহিত্য নিরক্ষর মানুষ নিয়ে গঠিত যে সমাজ, কৃত্রিম সভ্যতার প্রভাবমুক্ত, সেই সমাজের সামগ্রিক জীবনবোধ ও মানসিকতার দ্বারা রচিত। স্বভাব কবিত্ব এবং সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাবই সেই সাহিত্যের মুখ্য উপাদান।"[৯]

লোকসংস্কৃতিবিদ দুলাল চৌধুরী লোকসাহিত্য সম্পর্কে বলেছেন — "লোকসাহিত্য লোকসমাজ সৃষ্ট সাহিত্য। সমষ্টির চেতনা ও চিত্ত নির্যাসে এর জন্ম। সমষ্টির মর্মবাণী বহন করে লোকসাহিত্য।"[১০]

লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তীর লোকসাহিত্য বিষয়ক আলোচনার মধ্যে পাওয়া যায় —

১. লোকসাহিত্য নিরক্ষর মানুষ নিয়ে গঠিত।

২. লোকসাহিত্য কৃত্রিম সভ্যতার প্রভাব থেকে মুক্ত।

৩. স্বভাব কবিত্ব এবং সহজ, সরল অনাড়ম্বর ভাব লোকসাহিত্যের মুখ্য উপাদান।

লোকসংস্কৃতিবিদ দুলাল চৌধুরীর লোকসাহিত্য সম্পর্কিত চিন্তা ধারার মধ্যে লোকসাহিত্যের যে স্বরূপ পাওয়া যায় তা হল —

১. লোকসমাজের দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্য লোকসাহিত্য।

২. লোকসাহিত্যে থাকে সমষ্টির চেতনা।

৩. লোকসমাজের মর্মবাণী বহন করে লোকসাহিত্য।

এবারে বাক্‌কেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান লোকসংগীত, লোককথা, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের মতামত উল্লেখ করা হচ্ছে।

লোকসংগীত ঃ

লোকসংগীত সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "লোকসঙ্গীতের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা মৌখিক রচিত হইয়া মৌখিক প্রচার লাভ করে, সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিলেও কোনদিনই ইহার লিখিয়া রাখিবার সংস্কার গড়িয়া ওঠে না। লিখিত হইবা মাত্রই সাহিত্য একটি বিশেষ অনমনীয়রূপ লাভ করে; কিছু যাহা কেবলমাত্র সমাজের স্মৃতিপথ অবলম্বন করিয়া মৌখিক প্রচার লাভ করে, তাহার মধ্যে কখনও একটি সুনির্দিষ্ট রূপ গড়িয়া উঠিতে পারে না। প্রবহমানতার মধ্য দিয়াই লোকসঙ্গীতের প্রাণশক্তি রক্ষা পায়।"[১১]

লোকসংগীত সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমদ যে মত দিয়েছেন তা হল - "বাংলা লোকসাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় বহুল প্রচারিত জীবন্ত শাখা হল লোকসঙ্গীত। উচ্চ সঙ্গীতের মতো সুরই লোকসঙ্গীতের প্রধান আকর্ষণ ও আনন্দ।"[১২]

লোকসংগীত সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তী মনে করেন, "গর্ভ বাস থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অবলম্বনে লোকসংগীত রচিত হয়েছে।"[১৩]

লোকসংগীত সম্পর্কে মুহম্মদ এনামুল হক বুঝিয়েছেন, "লোকসঙ্গীত আমাদের লোকসাহিত্যের একটি অঙ্গ। ইহা অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই সঙ্গীতগুলিতে সুরও আছে, কথাও আছে, কিন্তু কালোয়াতি নাই। হৃদয়ই এই গানগুলির জন্মস্থান, অনুভূতিই ইহাদের জনক।"[১৪]

লোকসংগীত সম্পর্কে গৌরী ভট্টাচার্য যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল — "যে সংগীত পরিবেশনের উদ্দেশ্যে রচিত এবং লোকসমাজ দ্বারা মৌখিক প্রচারিত তাকেই লোকসংগীত বলা হয়।"[১৫]

উদ্ধৃত লোকসংগীতের সংজ্ঞাগুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে —

লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্যের লোকসংগীতের সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, লোকসংগীত মৌখিক ভাবে রচিত হয়ে মৌখিক ভাবে প্রচার লাভ করে। এছাড়া তিনি প্রবহমানতাকে লোকসংগীতের প্রাণশক্তি রূপে মেনেছেন। একথা ঠিক যে, লোকসংগীতে প্রবহমানতা না থাকলে লোকসংগীত কখনই প্রসার লাভ করে না।

লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমদ লোকসংগীতের ক্ষেত্রে সুরকেই প্রধান আকর্ষণ ও আনন্দ বলে মেনেছেন। তবে একথা ঠিক যে, লোকসংগীতের ক্ষেত্রে সুর অন্যতম প্রধান অঙ্গ। ভালো সুর ছাড়া লোকসংগীত প্রাণে সাড়া জাগায় না। তাই এক্ষেত্রে বলা যায় লোকসংগীতের স্বরূপ হচ্ছে সুর।

লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তী লোকসংগীত সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন

তা থেকে জানা যায় গর্ভবাস থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অবলম্বনে লোকসংগীত রচিত হয়েছে। লোকসংগীতের রচনা সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তী যে মত দিয়েছেন তা সমর্থন করা যায়। কারণ লোকসমাজে প্রচলিত লোকসংগীতগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লোকসংগীত রচিত হয়েছে। এর ফলে লোকসংগীতে লোকসমাজের নানা বিষয় ও উপাদানগত দিকের পরিচয় পাওয়া যায়।

লোকসংস্কৃতিবিদ মুহম্মদ এনামুল হক লোকসংগীতের ক্ষেত্রে হৃদয় ও অনুভূতির উপরই বেশি জোর দিয়েছেন। একথা ঠিক যে হৃদয় ও অনুভূতি ছাড়া কোন সংগীতই প্রাণশক্তি লাভ করে না। হৃদয় ও অনুভূতির সাহায্যে লোকসংগীতের মধ্য দিয়ে সংগীত শিল্পীদের ভাবজগতের অখণ্ড চিত্র প্রকাশিত হয়েছে।

গৌরী ভট্টাচার্যের লোকসংগীতের সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে, লোকসংগীত লোকসমাজ দ্বারা মৌখিকভাবে প্রচারিত। একথা ঠিক যে, লোকসমাজ ছাড়া লোকসংগীত কখনই প্রচার লাভ করতে পারে না। কারণ লোকসমাজের দ্বারা প্রচারিত লোকসংগীতের মধ্যে দিয়েই লোকায়ত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে লোকসংগীতের বিভিন্ন উপাদান।

লোককথা ঃ

লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য লোককথা সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল - "গদ্য ও পদ্য উভয়বিদ রচনার ভিতর দিয়াই লৌকিক কাহিনী বর্ণনা করা হইয়া থাকে; পদ্যের ভিতর দিয়া যাহা প্রকাশ করা হয় তাহা গীতিকা ও এপিক নামে পরিচিত; গদ্যের ভিতর দিয়া যে কাহিনী প্রকাশ করা হয়, ইংরেজিতে তাহাকেই সাধারণভাবে folk tale বলা হয়।"[১৬]

লোককথা সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তী বলেছেন - "লোকসাহিত্যের অপরাপর উপাদানের ন্যায় বাংলা লোককাহিনীর ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই সমৃদ্ধির কারণ বাংলা লোককাহিনী একদিকে যেমন রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, জাতক কাহিনী, বৃহৎকথা, কথাসরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বিক্রমচরিত প্রভৃতি প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য থেকে বহু বিষয় গ্রহণ করেছে, তেমনি অপরপক্ষে আলেফ লায়লা, কাসাসুল আম্বিয়া, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল প্রভৃতি সংখ্যাতীত ফারসী কাহিনির সাহিত্যিক ঐতিহ্যকেও গ্রহণ করেছে।"[১৭]

লোককথা সম্পর্কে দিব্যজ্যোতি মজুমদার যে মত দিয়েছেন তা হল — "লোককথা মৌখিক ঐতিহ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। পুরুষানুক্রমে এই সম্পদ সংহত সমাজের মনটিকে ধরে রাখে।"[১৮]

লোককথা সম্পর্কে মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন, ''কথা ও গল্প বলার প্রবৃত্তি মানুষের একটি বিশিষ্ট প্রাচীন অভ্যাস। এই অভ্যাস বশে আমাদের দেশে যে সমস্ত কথা শুনিতে পাওয়া যায়, রসবোধের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে ব্রতকথা, রূপকথা, উপকথা, পুরাকথা, শ্রুতিকথা ও কেচ্ছা - কাহিনী নামে অভিহিত করা হয়।''[১৯]

এবারে উদ্ধৃত লোককথাগুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে —

লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য লোককথার সংজ্ঞায় গদ্য ও পদ্য উভয় রচনার মধ্য দিয়ে যে লোককাহিনীর প্রকাশ ঘটে সে কথা বলেছেন। একথা সমর্থন করে বলা যায় যে, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় প্রচলিত লোককাহিনিগুলিও পদ্য ও গদ্য উভয় রচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত।

লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তী লোককথা সম্পর্কে বলতে গিয়ে একদিকে যেমন রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, জাতক কাহিনী, বৃহৎকথা, কথা সরিৎসাগর, বেতালপঞ্চবিংশতি, বিক্রমচরিত প্রভৃতি গ্রন্থের কথা মেনেছেন তেমনি আলেফ লায়লা, কাসাসুল আম্বিয়া, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল প্রভৃতি ফারসী কাহিনীর অস্তিত্বকেও স্বীকার করেছেন। একথা ঠিক যে, লোককথার উৎসমূলে এগুলোর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

লোককথা সম্পর্কে দিব্যজ্যোতি মজুমদার বলতে চেয়েছেন যে, লোককথা পুরুষানুক্রমে সংহত সমাজের মনটিকে ধরে রাখে। একথা ঠিক যে, লোককথা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছে। পুরুষানুক্রমে লোকসমাজে চলে আসা নানা লোককথাগুলো যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করেছে এ বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। লোককথা হল লোকায়ত সংস্কৃতির জীবন্ত উপাদান ও উপকরণের মহামূল্য আধার।

লোককথা সম্পর্কে মুহম্মদ এনামুল হকের বক্তব্য থেকে জানা যায় কথা ও গল্প বলার যে প্রাচীন অভ্যাস আছে, রসবোধের দিক থেকে বিবেচনা করে তাকে ব্রতকথা, রূপকথা, উপকথা, পুরাকথা, শ্রতিকথা ও কেচ্ছা কাহিনী নামে অভিহিত করা যায়। একথা ঠিক যে, লোককথার যে বিভিন্ন দিক তা হল ব্রতকথা, রূপকথা, উপকথা, পুরাকথা, শ্রুতকথা ও কেচ্ছা কাহিনি। তাই এই লোককথার স্বরূপ ও বিকাশ ঘটে থাকে লোকসমাজের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে। এই লোককথার মধ্যে থাকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, নীতিবোধ, দ্বন্দ্ব ও আদর্শের প্রতিফলন। লোককথার আলোচনায় এগুলোর অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে।

লৌকিক ছড়া ঃ

লৌকিক ছড়া সম্পর্কে অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল - "ছড়া হলো সমষ্টিগত লোকমনের সৃষ্টি, সমাজের সাধারণ মানুষের আবেগ, কল্পনা, স্বপ্ন, স্মৃতি, অভিজ্ঞতার কথা পদ্যের ভাষায় ছন্দের বন্ধনে অবয়বে যে বাঙ্ময় রূপ লাভ করে তাই ছড়া।"[২০]

লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তী লৌকিক ছড়া সম্পর্কে বলেছেন, " ব্যষ্টি রচিত হয়েও স্বল্পায়তন বিশিষ্ট ছন্দ বদ্ধ পদ সমূহ যা নাকি সমষ্টি কর্তৃক গৃহীত হয়ে সমষ্টির সম্পদরূপে পরিচিতি অর্জন করে। যেখানে ছন্দ নির্মিতি কৌশল এবং অসংলগ্ন চিত্রের সমাবেশই মুখ্য, মূলতঃ শিশু ভোলানাথদের মনোরঞ্জনের জন্য যা নাকি মুখে মুখে রচিত এবং মূলতঃ নারী কর্তৃক ব্যবহৃত তাকেই আমরা ছড়া বলে অভিহিত করতে পারি।"[২১]

লৌকিক ছড়া সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন — "কালগতভাবে বিচার করলে, ছড়াকে সম্ভবত মানুষের আদিমতম সাহিত্য-প্রয়াসগুলির একটি বলেই ধার্য করতে হয়। সভ্যতার প্রদোষলগ্নে আমাদের প্রাচীন পিতামহরা যখন বহু বিচিত্র দেবতাদের অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়ে তাঁদের উদ্দেশে স্তব-স্তুতি ইত্যাদি নিবেদন করতেন ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে, তখন থেকেই ছড়ার উৎসারণের পথও খুলে যায়। অর্থাৎ আদিম মন্ত্রই কালের বিবর্তনে ছড়ায় পরিণতি লাভ করেছে।"[২২]

লোকসংস্কৃতিবিদ অচিন্ত্য বিশ্বাস লৌকিক ছড়া সম্পর্কে লিখেছেন — "ছড়া কেবল শিশু মনোরঞ্জক নয় — এর আড়ালে আছে শরীর যাপিত জীবনের দীর্ঘশ্বাস।"[২৩]

লৌকিক ছড়া সম্পর্কে প্রবোধকুমার ভৌমিক জানিয়েছেন, "বহু ভাবরেখা যখন এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে থাকে তখন তাকে আমরা ছড়া বলি। কখনও এর মধ্যে একাধিক ভাবরেখার খেয়ালি সমন্বয় (Capracious Composition) হয়ে থাকে। সামাজিক ভাষায় সমাজ মানসের এই প্রতিবিম্বন হল ছড়া।"[২৪]

উদ্ধৃত লৌকিক ছড়ার সংজ্ঞাগুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে — লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমদ লৌকিক ছড়ার সংজ্ঞায় সমষ্টিগত লোকমন এবং সমাজের সাধারণ মানুষের আবেগ, কল্পনা, স্বপ্ন, স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার কথার উপর জোর দিয়েছেন। একথা ঠিক যে, লৌকিক ছড়ার মধ্যে এই বিষয় ও উপাদানগুলোর অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তী প্রদত্ত লৌকিক ছড়ার সংজ্ঞায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে। একটি ছন্দনির্মিত কৌশল, অপরটি শিশু ভোলানাথদের মনোরঞ্জনের জন্য মুখে মুখে রচিত এবং মূলত নারী কর্তৃক ব্যবহৃত। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়া লৌকিক ছড়ার কথা ভাবাই

যায় না।

লোকসংস্কৃতিবিদ পল্লব সেনগুপ্ত ছড়া সম্পর্কিত সংজ্ঞায় একটি গ্রহণযোগ্য রূপ দিয়েছেন। ছড়া সম্পর্কিত এই সংজ্ঞাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একথা সর্বাংশে সমর্থন করা যায় যে, আদিম মন্ত্রই কালের বিবর্তনে ছড়ায় পরিণত হয়েছে।

লোকসংস্কৃতিবিদ অচিন্ত্য বিশ্বাস লৌকিক ছড়া বলতে শুধুমাত্র শিশু মনোরঞ্জনকেই বোঝাতে চাননি, এর আড়ালে শরীর যাপিত জীবনের দীর্ঘশ্বাসের কথাও বলেছেন। লৌকিক ছড়ার এটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

লৌকিক ছড়া সম্পর্কিত সংজ্ঞায় প্রবোধকুমার ভৌমিক লৌকিক ছড়াকে সামাজিক ভাষায় সমাজ মানসের প্রতিবিম্বন বলেছেন। একথা ঠিক যে, লৌকিক ছড়া সমাজজীবনের দর্পণ।

লৌকিক ধাঁধা ঃ

লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য লৌকিক ধাঁধা সম্পর্কে বলেছেন, "ধাঁধার ভিতর দিয়া যে কেবল পরিণত শিল্প মন ও রসবোধেরই পরিচয় প্রকাশ পায়, তাহা নহে - ইহার ভিতর দিয়া সূক্ষ্ম হাস্যরস বোধেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।"[২৫]

লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমদ লৌকিক ধাঁধা সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা হল - "ধাঁধার আবেদন মূলতঃ বুদ্ধিগ্রাহ্য। হৃদয়ের লীলাখেলা আপাতত এতে অনুপস্থিত।"[২৬]

লোকসংস্কৃতিবিদ শীলা বসাক লৌকিক ধাঁধা সম্পর্কে বলেছেন, "ধাঁধা পল্লীর জনগণের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে প্রশ্নের আকারে লিপিবদ্ধ করে। ধাঁধা হল পল্লীর গণসমাজে অতি সাধারণ মানুষের জন্য শিক্ষার উপায়।"[২৭]

লোকসংস্কৃতিবিদ পল্লব সেনগুপ্ত লৌকিক ধাঁধা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা হল - "ধাঁধা আসলে হল এক ধরনের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ভাণ্ডার; এদিক থেকে দেখলে একে প্রবাদেরই জ্ঞাতি বলে গণ্য করতে পারি।"[২৮]

উদ্ধৃত লৌকিক ধাঁধাগুলো সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে -

লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য লৌকিক ধাঁধার মধ্যে পরিণত শিল্পমন ও রসবোধ ছাড়াও সূক্ষ্ম হাস্যরসবোধের কথাও বলেছেন। শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের এই চিন্তাধারার মধ্যে লৌকিক ধাঁধার স্বরূপ বলিষ্ঠভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। বিশেষত লৌকিক ধাঁধার মধ্যে যে প্রশ্নোত্তর থাকে তার মধ্যে শিল্পমন ও রসবোধ ছাড়াও সূক্ষ্ম হাস্যরসও রয়েছে।

লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমদ লৌকিক ধাঁধার মধ্যে হৃদয়ের লীলা খেলা অপেক্ষা

বুদ্ধির আবেদনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। একথা ঠিক যে, লৌকিক ধাঁধার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় বুদ্ধি করে ধাঁধার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় এবং উত্তর দাতাকে বুদ্ধি করে সেই ধাঁধার প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। তাই এখানে আবেগের স্থান থাকে না।

লোকসংস্কৃতিবিদ শীলা বসাক লৌকিক ধাঁধাকে লোকসমাজের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে উল্লেখ করেছেন। একথা ঠিক যে, লৌকিক ধাঁধা লোকসমাজের লোকশিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

লোকসংস্কৃতিবিদ পল্লব সেনগুপ্ত লৌকিক ধাঁধাকে যেমন জ্ঞানের ভাণ্ডার বলেছেন তেমনি প্রবাদের জ্ঞাতি বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে জ্ঞান বা বুদ্ধি না থাকলে ধাঁধার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। আবার প্রবাদ যেমন লোকসমাজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল, লৌকিক ধাঁধাও তেমনি লোকসমাজের নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। তাই লৌকিক ধাঁধার ক্ষেত্রে অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন।

লৌকিক প্রবাদ ঃ

লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য লৌকিক প্রবাদ সম্পর্কে বলেছেন — "প্রবাদ বিস্তৃততম জীবন-অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সাহিত্যিক প্রকাশ। মানুষের জীবন অভিজ্ঞতা তার নিজস্ব প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনকে কেন্দ্র করেই গঠিত হয় এবং এই অভিজ্ঞতা দেশে এবং কালে কতকগুলো বিষয়ে মূলতঃ এক এবং অভিন্ন, ফলে প্রবাদ বিশেষ কোনো মানবগোষ্ঠীর মধ্যে ক্রমে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেলেও মৌখিক সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মতো বিশেষ কোনো মৌলিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয় না।"[২৯]

লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমদ লৌকিক প্রবাদ সম্পর্কে বলেছেন, "প্রবাদ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত এবং মূলতঃ বুদ্ধিপ্রধান রচনা। আবেগ নয়, মস্তিষ্ক থেকে প্রবাদের জন্ম।"[৩০]

লোকসংস্কৃতিবিদ পবিত্র সরকার লৌকিক প্রবাদ সম্পর্কে যে চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন তা হল — "প্রবাদ হল লোক-অভিজ্ঞতা বা লোক-দর্শনের একটা সংহত ও সুন্দর ভাষারূপ।"[৩১]

লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তী প্রবাদ সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা হল — "উপকরণের প্রাচুর্যে এবং বৈচিত্র্যে বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে শিরোভাগে অবস্থান করে প্রবাদ। তারপর অবশ্য ধাঁধার স্থান। বাস্তবিক প্রবাদের সংখ্যাধিক্য এবং সেই সঙ্গে এতে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ের উপস্থাপনা আমাদের সংগত কারণেই বিস্মিত করে থাকে।"[৩২]

উদ্ধৃত লৌকিক প্রবাদগুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে —

লোকসংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্যের লৌকিক প্রবাদ সম্পর্কে যে চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ —

১. প্রবাদ বিস্তৃততম জীবন-অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম সাহিত্যিক প্রকাশ।

২. প্রবাদ মানুষের প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জীবনকে কেন্দ্র করেই গঠিত হয়।

৩. প্রবাদ মৌখিক সাহিত্যের অন্যান্য বিষয়ের মতো বিশেষ কোনো মৌলিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয় না।

লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমদের লৌকিক প্রবাদ সম্পর্কে যে অভিমত পাওয়া যায় তা হল —

১. প্রবাদ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত এবং বুদ্ধি প্রধান রচনা।

২. আবেগ নয়, মস্তিষ্ক থেকে প্রবাদের জন্ম।

লোকসংস্কৃতিবিদ পবিত্র সরকারের লৌকিক প্রবাদ সম্পর্কিত ভাবধারার মধ্যে যে সংজ্ঞা ও স্বরূপ পাওয়া যায় তা হল —

১. প্রবাদ একদিকে যেমন লোক-অভিজ্ঞতা বা লোক-দর্শন তেমনি তার মধ্যে থাকে একটা সংহত ও সুন্দর ভাষারূপ।

লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তীর লৌকিক প্রবাদ সম্পর্কিত চিন্তাধারার মধ্যে যে বিষয় ও উপাদানগত দিকের পরিচয় পাওয়া যায় তা হল —

১. প্রবাদের মধ্যে রয়েছে উপকরণের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য।

২. প্রবাদের মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ের উপস্থাপনা।

অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান লোকসমাজে ছড়িয়ে আছে যেমন, লোকনাট্য, লোকনৃত্য, লোকভঙ্গিমা ইত্যাদি। লোকসংস্কৃতির এই বিভিন্ন উপাদানগুলো লোকসমাজকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। লোকসমাজের বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠী বংশানুক্রমে এই উপাদানগুলোকে বহন করে চলেছে। এবারে লোকনাট্য সম্পর্কে লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞদের মতামত ব্যক্ত করা যেতে পারে। লোকনাট্য সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তী বলেছেন, "লোকনাট্য লোকজীবনের কাহিনীর ওপরই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভরশীল, কারণ তবেই তা সংহত সমাজের কাছে আদৃত হয় বহুল পরিমাণে, নিজেদের সমাজে সুগঠিত কোনো ঘটনার-প্রতিফলন যখন তারা নাটকে দেখে, তখন তা এক বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করে দর্শক সমাজে নিঃসন্দেহে।"[৩৩]

লোকনাট্য সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমদ যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা হল —

" গীতাভিনয় সম্বলিত পালাগানকে লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।"[৩৪]

লোকনাট্য সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ শিশির মজুমদার বলেছেন, " লোকনাট্য লোকসমাজের অভিজ্ঞতার স্বতঃস্ফূর্ত এক যৌথ সৃষ্টি যা লিখিত বা অলিখিত এবং মুখে মুখে প্রচারিত হতে পারে। এতে নৃত্য-গীত থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। দীর্ঘ বা স্বল্প সময়ে এবং বিস্মৃত বা সংকীর্ণ পরিসরের হতে পারে।"[৩৫]

লোকনাট্য সম্পর্কে সঞ্জীব নাথ যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল - "লোকসমাজ কর্তৃক লোকভাষায় মৌখিক বা লেখ্যরূপে রচিত, অভিনীত, লোকসমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় লোকবেষ্টিত আসরে পরিবেশিত, স্বল্প চরিত্র ও নৃত্য-গীত-বাদ্য সমন্বিত, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও শাস্ত্র নিরপেক্ষ ঐতিহ্যানুসারী বিষয়, অঙ্গসজ্জা, অভিনয় রীতি প্রকরণাদি অনুবর্তিত বা কালানুক্রমে পরিবর্তিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় লোকজীবন ও লোকমননকে প্রতিভাসিত করে যে দৃশ্য কলা তা-ই লোকনাট্য।"[৩৬]

এবারে উদ্ধৃত লোকনাট্যগুলোর সংজ্ঞা সম্পর্কে কিছু আলোচনা যেতে পারে —

লোকসংস্কৃতিবিদ বরুণকুমার চক্রবর্তী লোকনাট্য বলতে লোকজীবনের কাহিনীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একথা ঠিক লোকজীবনকে কেন্দ্র করে লোকসমাজে যে লোকনাট্য তৈরি হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকসমাজে আদৃত হয়। তাই লোকনাট্যে লোকজীবন প্রাধান্য লাভ করে।

লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমদ লোকনাট্য বলতে বুঝিয়েছেন গীতাভিনয় সম্বলিত পালাগানকে। একথা ঠিক যে, লোকনাট্যে গীত ও অভিনয় থাকবে। কারণ লোকনাট্যে গীত ও অভিনয়ের মধ্যে নানা উপাদান ও উপকরণ থাকে।

লোকসংস্কৃতিবিদ শিশির মজুমদার লোকনাট্য সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে তিনি লোকনাট্যকে লোকসমাজের অভিজ্ঞতায় স্বতঃস্ফূর্ত এক যৌথ সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। একথা ঠিক যে, লোকনাট্য লোকসমাজের যৌথ সৃষ্টির প্রয়াস। যৌথ সৃষ্টির প্রয়াস না হলে লোকসমাজে লোকনাট্য কখনই রচিত হতে পারে না।

লোকনাট্য সম্পর্কে সঞ্জীব নাথের সংজ্ঞার মধ্যে পাওয়া যায় যে, লোকনাট্য লোকসমাজ কর্তৃক লোকভাষায় মৌখিক বা লেখ্যরূপে রচিত। এছাড়া তিনি লোকনাট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে নৃত্য-গীত-বাদ্য, অঙ্গসজ্জা, অভিনয় প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। একথা ঠিক যে, নৃত্য-গীত-বাদ্য, অঙ্গসজ্জা, অভিনয়, এসব কিছু মিলে লোকনাট্য লোকজীবনকে প্রভাবিত করে।

আচার-ব্যবহারগত লোকসংস্কৃতির নানা উপাদান যেমন — লোকাচার, লোকবিশ্বাস,

লোকসংস্কার ইত্যাদি। লোকসংস্কৃতির এই বিভিন্ন উপাদানগুলো লোকসমাজের গভীরে অধিষ্ঠিত। লোকসমাজকে জানতে হলে এই উপাদানগুলোর সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা দরকার। লোকাচারে লোকসমাজের ধর্ম, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারে টোটেম, ট্যাবু বা বিধি-নিষেধ লোকসমাজের জীবনাচরণে নিহিত থাকে। উদাহরণ হিসাবে লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কার সম্পর্কে লোকসংস্কৃতিবিদ মানস মজুমদারের মতামত ব্যক্ত করা যেতে পারে — "পৃথিবীর সব দেশের লোকসমাজেই নানা ধরনের বিশ্বাস-সংস্কার প্রচলিত। লোকসমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অবস্থায় এগুলির উদ্ভব। লোকসমাজকে এগুলি নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্বাস-সংস্কারের অবস্থান খুব কাছাকাছি। কিন্তু উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম একটি পার্থক্যও বিদ্যমান। বিশ্বাস হলো মানসিক ব্যাপার, একটি ধারণা। আর সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা যখন কিছু করি, তখনই তা সংস্কারে পরিণত হয়। বিশ্বাস-সংস্কারগুলির উদ্ভবমূলে রয়েছে ভয় আর শঙ্কা।"[৩৭]

খেলাধূলাকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির প্রধান উপাদান খেলাধূলা। লোকসমাজে খেলাধূলার মাধ্যমে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের শরীরচর্চা হয়ে থাকে। এই লোকক্রীড়ার কোনো প্রশিক্ষক থাকে না। বংশানুক্রমে লোকসমাজে লোকক্রীড়া প্রচলিত। লোকসমাজে লোকক্রীড়াগুলো ছেলেদের, মেয়েদের এবং ছেলে ও মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত। লোকক্রীড়ায় অতীত জীবনের জীবনধারা পদ্ধতির প্রকাশ সূক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে। এবিষয়ে অলোককুমার ব্যানার্জী লিখেছেন, " লোকক্রীড়া মানুষের জীবনচর্চা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে এবং অনেক লোকক্রীড়ায় প্রাচীন মানুষের জীবনধারণ প্রণালীর প্রতিভাস লক্ষ্য করা যায়।"[৩৮]

অলোককুমার ব্যানার্জীর লোকক্রীড়া সম্পর্কিত চিন্তাধারার মধ্যে লোকক্রীড়ার যে বিষয় পাওয়া যায় তা হল —

১. লোকক্রীড়া মানুষের জীবনচর্চা থেকেই সৃষ্ট।

২. প্রাচীন মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতির প্রতীকী প্রকাশ লোকক্রীড়ার মধ্যে পাওয়া যায়।

বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান যেমন, চারুকলা, লোকশিল্প ইত্যাদি। লোকসমাজে লোকশিল্পীরা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বংশানুক্রমে নিজের হাতে লোকশিল্পগুলো তৈরি করেন। লোকশিল্প হচ্ছে লোকশিল্পীদের স্বনির্ভরতার প্রতীক। লোকশিল্প যেমন লোকশিল্পীদের জীবন-জীবিকার সঙ্গে যুক্ত তেমনি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গেও যুক্ত। আদিম মানুষের বন্য অবস্থায় শিকার চারণা থেকে পশুপালন এবং পশুপালন থেকে কৃষিনির্ভর জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে গোষ্ঠীরক্ষাকে কেন্দ্র করে শিল্পকলার সূত্রপাত হয়েছিল। এবিষয়ে লোকসংস্কৃতিবিদ পল্লব সেনগুপ্তের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে — "সমাজের উৎপাদন-

পদ্ধতির বিবর্তন ঘটার সঙ্গে সমান-অনুপাতেই সংস্কৃতির ভাবনা এবং প্রকরণগুলিরও রূপান্তর ঘটল। কৃষি এবং পশুপালনের মাধ্যমে যখন থেকে জীবিকার সংস্থান করতে লাগল মানুষ, তখন থেকে তার দেবতা-কল্পনা এবং ধর্মাচরণেরও হল চরিত্র বদল। তাই শিকার জুটিয়ে দেওয়ার বদলে, তখন দেবতার কাজ হল পশুচারণার উপযুক্ত জমি জোটানো কিংবা ভাল ফসল ফলিয়ে দেওয়া। গুহা ছেড়ে বাসা বেঁধে জনপদ প্রতিষ্ঠা করে থাকতে শিখেছে মানুষ তখন। কৃষির কল্যাণে স্থায়ী একটা খাদ্য সম্ভারও তার আয়ত্তগত হয়েছে; খানিকটা অবসরও মিলেছে। অতএব কিছুটা কার্যবিভাজনও ঘটছে এর ফলে। এই ঐতিহাসিক স্তরের প্রাথমিক পর্যায়ে (যাকে বলা হয় কৌম বা ট্রাইব্যাল), যে জীবনচর্যার উদ্ভব হয়, আদিবাসী সমাজে কম-বেশি সেটা এখনও দেখা যায়। এই স্তরের পরবর্তী ধাপে শ্রেণী-বিভাজিত সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। লোকশিল্পের সৃষ্টি এবং ব্যাপ্তি ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে।"[৩৯]

লোকসংস্কৃতিবিদ পল্লব সেনগুপ্তের লোকশিল্প সম্পর্কিত ভাবনার মধ্যে লোকশিল্পের যে স্বরূপ পাওয়া যায় তা হল — আদিম মানুষ যখন কৃষি ও পশুপালনের মাধ্যমে জীবিকার অন্বেষণ করতে লাগল, গুহা ছেড়ে যখন জনপদ প্রতিষ্ঠা করতে শিখল তখন থেকেই লোকশিল্পের সৃষ্টি ও ব্যাপ্তি ঘটেছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. দীপককুমার রায় – লোকসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতিবিদ্যা এবং আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলা, কালবৈশাখী পত্রিকা, লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, ২০১১, দিনহাটা, কোচবিহার, পৃ. ৬-৭।

২. বরুণকুমার চক্রবর্তী – বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯, পৃ. ৯-১০।

৩. মযহারুল ইসলাম – ফোকলোর ঃ পরিচিতি ও পঠন পাঠন, ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৭।

৪. ওয়াকিল আহমদ – লোককলা প্রবন্ধাবলি, দ্বিতীয় প্রকাশ, আগস্ট ২০০৫, শ্রাবণ ১৪১২, গতিধারা, বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০, পৃ. ২৫৬।

৫. পবিত্র সরকার – লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৩, বৈশাখ ১৪১০, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃ. ৩৫।

৬. পল্লব সেনগুপ্ত – লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০২, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯, পৃ. ১০০।

৭. তুষার চট্টোপাধ্যায় – লোকসাহিত্য পাঠের ভূমিকা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০১, বৈশাখ ১৪০৮, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃ. ৫৮।

৮. সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় – বাংলা নাটক ও লোকসংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৯৩, পরিবেশক দে বুক স্টোর, কলকাতা - ১২, পৃ. ৬।

৯. বরুণকুমার চক্রবর্তী - বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯, পৃ. ১১।

১০. দুলাল চৌধুরী - বাঙলার লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৭৬, লোকায়ত প্রকাশন, কলকাতা - ৪৫, পৃ. ৭৭।

১১. আশুতোষ ভট্টাচার্য - বাংলার লোকসাহিত্য (গীত ও নৃত্য), তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৫ (১৩৭২ সাল), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা - ১২, পৃ. ২।

১২. ওয়াকিল আহমদ - লোককলা প্রবন্ধাবলি, দ্বিতীয় প্রকাশ, আগস্ট ২০০৫, শ্রাবণ ১৪১২, গতিধারা, বাংলা বাজার, ঢাকা - ১১০০, পৃ. ১২।

১৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী - বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯, পৃ. ২৫০।

১৪. মুহম্মদ এনামুল হক - লোকসাহিত্য, বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য, (১ম খণ্ড), সম্পাদক - শামসুজ্জামান খান, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৪১২, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, বাংলা একাডেমি, ঢাকা - ১০০০, পৃ. ১৪।

১৫. গৌরী ভট্টাচার্য - লোকসংগীতের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০০১, মুদ্রণ প্রয়াস, কলকাতা - ৮৯, পৃ. ১।

১৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য - বাংলার লোকসাহিত্য, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৪ (১৪১০ সাল), এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃ. ৪০১।

১৭. বরুণকুমার চক্রবর্তী - বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯, পৃ. ৩৬৯।

১৮. দিব্যজ্যোতি মজুমদার - আদিবাসী লোককথা, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০১, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা - ৯, পৃ. ১।

১৯. মুহম্মদ এনামুল হক - লোকসাহিত্য, বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য, (১ম খণ্ড), সম্পাদক - শামসুজ্জামান খান, প্রথম প্রকাশ, ফাল্গুন ১৪১২, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, বাংলা একাডেমি, ঢাকা - ১০০০, পৃ. ১৩।

২০. ওয়াকিল আহমদ - বাংলা লোকসাহিত্যের ধারা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৭, বৈশাখ ১৪১৪, বইপত্র, ঢাকা - ১১০০, পৃ. ১৭।

২১. বরুণকুমার চক্রবর্তী - ছড়া সংজ্ঞা, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, বাংলার ছড়া ছড়ার বাংলা, সম্পাদনা - সৌগত চট্টোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৮, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ৭০০০০৯, পৃ. ১১।

২২. পল্লব সেনগুপ্ত - লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০২, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯, পৃ. ১৮২-১৮৩।

২৩. অচিন্ত্য বিশ্বাস - লোকসংস্কৃতিবিদ্যা, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ২০০৬, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা - ৭০০০০৯, পৃ. ১৬৪।

২৪. প্রবোধকুমার ভৌমিক - লোকসমাজ ও সংস্কৃতি, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০৩, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা - ৭০০০৬৮, পৃ. ৭।

২৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য - বাংলার লোকসাহিত্য, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৪ (১৪১০ সাল), এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃ. ৪৫৪।

২৬. ওয়াকিল আহমদ - লোককলা প্রবন্ধাবলি, দ্বিতীয় প্রকাশ, আগস্ট ২০০৫, শ্রাবণ ১৪১২, গতিধারা, ঢাকা - ১১০০, পৃ. ৭০।

২৭. শীলা বসাক - বাংলা ধাঁধার বিষয় বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ ১৯৯৮, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯, পৃ. ১।

২৮. পল্লব সেনগুপ্ত - লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০২, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯, পৃ. ১৬৭।

২৯. আশুতোষ ভট্টাচার্য - বাংলার লোকসংস্কৃতি, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯১ (শক ১৯১৩), ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়া দিল্লি - ১১০০১৬, পৃ. ১০২।

৩০. ওয়াকিল আহমদ - বাংলা লোকসাহিত্যের ধারা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৭, বৈশাখ ১৪১৪, বইপত্র, ঢাকা - ১১০০, পৃ. ১৭।

৩১. পবিত্র সরকার - লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৩, বৈশাখ ১৪১০, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃ. ৪৭।

৩২. বরুণকুমার চক্রবর্তী - বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৭০০০০৯, পৃ. ১৬৮।

৩৩. বরুণকুমার চক্রবর্তী - বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৬, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯, পৃ. ৫০১।

৩৪. ওয়াকিল আহমদ - লোককলা প্রবন্ধাবলি, দ্বিতীয় প্রকাশ, আগস্ট ২০০৫, শ্রাবণ ১৪১২, গতিধারা, বাংলা বাজার, ঢাকা - ১১০০, পৃ. ১২৮।

৩৫. শিশির মজুমদার - লোকনাট্য-নাটক-কথা, প্রথম প্রকাশ, ৯ই ডিসেম্বর, ২০০৫, মোম, কলকাতা - ৭০০০৩২, পৃ. ২৫।

৩৬. সঞ্জীব নাথ - বাংলার লোকনাট্য স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৩, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা - ৭০০০০৯, পৃ. ৬।

৩৭. মানস মজুমদার - লোকসাহিত্য-পাঠ, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০৬, নভেম্বর ১৯৯৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা - ৭০০০৭৩, পৃ. ৬১।

৩৮. অলোককুমার ব্যানার্জী - লোকক্রীড়া, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ, সম্পাদনা - বরুণকুমার চক্রবর্তী, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯৫, শ্রাবণ ১৪০২, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলিকাতা - ৭০০০০৯, পৃ. ৩৮৩।

৩৯. পল্লব সেনগুপ্ত - লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পরিশীলিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০২, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯, পৃ. ২৫৬।

_____****_____